যুগান্তর

তারিখ 26 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# ভোলায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের জালিয়াতি

**অমিতাভ অপু**, *ভোলা*

ভোলায় তিনটি স্কুলের ব্যাংক হিসাব থেকে আড়াই লাখ টাকা জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. কামরুজ্জামান। স্কুলের এসটিডি হিসাব থেকে প্রধান শিক্ষকদের কোনো স্বাক্ষর ছাড়াই ওই টাকা নিজের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করেন তিনি। যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য।

## ৩টি স্কুলের ব্যাংক হিসাব থেকে আড়াই লাখ টাকা আত্মসাৎ

ভোলার সোনালী ব্যাংক প্রধান শাখার ব্যবস্থাপক মো. তাজুল খালিদ যুগান্তরকে জানান, গত বছরের ১ নভেম্বর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ৩টি স্কুলের এসটিডি হিসাব থেকে দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা তার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য তিনটি চিঠি দেন। ওই চিঠি পেয়ে তিনি আপত্তি জানান। কারণ ওই তিনটি স্কুলের হিসাব পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। টাকা তোলা বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরিত চিঠি বা ব্যাংক চেক প্রয়োজন। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু শিক্ষা অফিসার ব্যাংককে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

# ভোলায় উপজেলা শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বোঝান, স্কুলগুলোর ম্যানেজিং কমিটি নেই। তাছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় অথরিটি। তাই টাকা তার ব্যাংক হিসাবে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। যদিও এর বিপরীতে তিনি কোনো প্রমাণপত্র ব্যাংকে জমা দেননি। ফলে ব্যাংক ওই টাকা স্থানান্তরে রংলি পোস্টেড উল্লেখ করে। রোববার ব্যাংকের কাগজপত্র অনুসন্ধানে দেখা যায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসার স্বাক্ষরিত উশিঅ/ভোলা সদর/৯১৭ তারিখ ১ নভেম্বর ২০১৬ স্মারকে বলা হয়, ভোলা সদর উপজেলার ৮৪ নং পৌর বালিকা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের এসটিডি ১৯৬নং হিসাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের হিসাব থেকে বিভিন্ন সময়ে এক লাখ টাকা দেয়া হয়। উক্ত এক লাখ টাকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের এসটিডি-২৪৬ হিসাবে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করা হল। একইভাবে উশিঅ/ভোলা সদর/৯১৮ নং স্মারকে দক্ষিণ মধ্য রাজাপুর স্কুলের এসটিডি ১৮৪ নং হিসাব থেকে এক লাখ টাকা, উশিঅ/ভোলা সদর/৯১৯ নং স্মারকে ৯১নং অফিসারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসটিডি ১৪১নং হিসাব থেকে ৪০ হাজার টাকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের এসটিডি ২৪৬ নং হিসাবে জমা করার জন্য চিঠি দেন। ওই চিঠির বরাত দিয়ে ৮ নভেম্বর ব্যাংক জমা রশিদের মাধ্যমে ৩টি স্কুলের অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অ্যাকাউন্টে জমা করে। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে ওই টাকা তুলে নেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার নিখিল চন্দ্র হাওলাদার সোমবার যুগান্তরকে বলেন, যে কোনো বরাদ্দের টাকা স্কুলের হিসাবে একবার জমা হলে ওই টাকা উপজেলা শিক্ষা অফিসার ফেরত নিতে পারেন না। একই সঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তারাও তা দিতে পারেন না। এ ধরনের জালিয়াতির সঙ্গে ব্যাংক কর্মকর্তারাও জড়িত রয়েছেন বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, সরকারি কোনো বরাদ্দের টাকা ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া থাকলে ওই টাকা ওই স্কুল ব্যয় করতে না পারলে সরকারি কোষাগারে ফেরত যাবে। তাও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরিত চেকের মাধ্যমে। পৌর বালিকা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ওই সময়ের প্রধান শিক্ষক সাহিদা বেগম জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার স্কুলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ টাকা নিয়েছেন তা তিনি জানতেন না। ওই সময় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠন না হওয়ায় ব্যাংক থেকে টাকাও তোলা হয়নি। সরকার ওই টাকা দিয়েছে স্কুলের শ্রেণী উপকরণসহ নানামুখী কাজের জন্য। শিক্ষা অফিসার ওই টাকা নিয়ে গেছেন জানতে পেরে চলতি মাসে জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি জানান তিনি। অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার কামরুজ্জামান বলেন, সবই মনগড়া অভিযোগ। আমি কোনো দুর্নীতি করিনি।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....................
তারিখ ....................
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর